আজকের কাগজ

তারিখ 14 MAY 1992
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

1184

করবেন।

(৭৬) গুণগত শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রমে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে কর্তৃপক্ষকে সব সময় শিক্ষক সংগঠন এবং শিক্ষক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেহবে।

(৮০) শিক্ষকদের অধিকারঃ– অন্যান্য নাগরিকের মত শিক্ষকগণেরও সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা থাকবে।

(৮১) যে সকল দেশে শিক্ষকগণকে নির্বাচিত পদে বা জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হলে তাকে শিক্ষকতার পদ খালি করে দেয়ার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে তাকে তা করতে দিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে তার জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের চাকরির জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং উক্ত সময়ের জন্যে পেনশন বা অন্যান্য পেশাগত সুযোগ পাওয়ার যোগ্য থাকবেন এবং নির্বাচিত পদে থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন শেষে তিনি পূর্বের শিক্ষকতা পেশায় ফিরে আসতেপারবেন।

(৮২) শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য পেশাগত সুযোগ–সুবিধা শিক্ষকদের নিয়োগকর্তা এবং শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিতহবে।

(৮৪) শিক্ষকগণ এবং তাঁদের নিয়োগকর্তার মধ্যে যদি কোন বিতর্ক বা সংঘাত সৃষ্টি হয় তবে তা নিষ্পত্তির জন্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা থাকবে। যদি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা সংগঠন দেশের প্রচলিত নিয়মে অন্যান্য সংগঠনের মত আন্দোলনে বা নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারবেন।

(৯১) শিক্ষকদেরকে পূর্ণ বেতনসহ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে।

(৯৪) শিক্ষকগণের পূর্ণ বেতনের সুবিধাসহ বাৎসরিক ছুটি ভোগ করার সুযোগ থাকা উচিত।

(৯৫) (ক) পূর্ণ বেতনে বা আংশিক বেতনে সময়ে সময়ে শিক্ষকগণের শিক্ষা ছুটির সুযোগ থাকা উচিত।

(খ) শিক্ষা ছুটির সময়সমূহ শিক্ষকদের চাকরির জ্যেষ্ঠতা বা পেনশনের ক্ষেত্রে গণনা করতে হবে।

(৯৯) (ক) শিক্ষকগণ তাঁদের সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণের জন্যে পূর্ণ বেতনেবিশেষ ছুটি পাবেন।

(খ) শিক্ষকদের সংগঠনে নেতৃত্ব বা দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে। সে সকল ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় বা জনগুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষক প্রতিনিধিগণের সমান সুযোগ–সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(১০১) অসুস্থতাজনিত কারণে শিক্ষকগণ পূর্ণ বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(১১১) বিনা ভাড়ায় বা স্বল্প ভাড়ায় শিক্ষকদের জন্যে সুন্দর এবং মনোরম স্থান ও পরিবেশে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকদের বেতনঃ–

(ক) শিক্ষকদের বেতন সমাজের শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব ও দায়িত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

(খ) সমাজের অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকদের বেতন তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য বা অধিকতর হতে হবে।

(১১৬) শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে।

(১১৭) শিক্ষকদের বেতন স্কেল এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে এটা বিভিন্ন পর্যায়ের বা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকগণের মাঝে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি না করে।

(১১৯) শিক্ষকদের বেতনের তারতম্য নির্ধারিত হবে তাদের যোগ্যতা ও দায়িত্বের নিরিখে। কিন্তু উচ্চতর বেতন ও নিম্নতম বেতনের মধ্যে একটা যুক্তিসংগত সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

(১২২) প্রতিটি বেতন স্কেলের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা নিয়মিত প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) একটি বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছুতে ১০ থেকে ১৫ বছরের বেশী সময় লাগা উচিত নয়।

(১২৩) (ক) সময়ে সময়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির নিরিখে বা সমাজের বিভিন্ন পেশায় মানুষের বেতন বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের বেতন স্কেল পুনঃ নির্ধারণ করতেহবে।

(খ) যে সকল দেশে বা সমাজে বেতন স্কেলসমূহ সে দেশের জীবনযাত্রার মানের সূচকের সাথে সমন্বয়–এর ব্যবস্থা রয়েছে সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন স্কেল কোন্ ধরনের জীবনযাত্রার মানের সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তা শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

(১২৫) যে ধরনের বা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকগণ চাকরি করুক না কেন সকল শিক্ষককেই একই ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২৬) সব রকমের বিপদ–আপদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা শিক্ষকদের অধিকার বলে বিবেচনাকরতেহবে।

(১২৮) যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই সে সকল এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসা পাবার লক্ষ্যে উন্নত এলাকায় আসার জন্যে শিক্ষকদের যাতায়াত ভাড়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অসুস্থতাকালীন সুবিধাঃ–

(১২৯) অসুস্থতাজনিত কারণে যদি কোন শিক্ষক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন তবে তাঁকে অসুস্থ সময়ের জন্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্ঘটনাজনিত সুবিধাঃ– (১৩০) শুধুমাত্র পেশাগত দায়িত্ব পালনকালেই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও যদি কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হন সে ক্ষেত্রেও তাঁকে দুর্ঘটনাজনিত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

বৃদ্ধ বয়সের সুবিধাঃ– (১৩২) বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষকগণ যাতে উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন সে জন্যে প্রতিটি শিক্ষকের অবসর গ্রহণের পর পেনশন বা উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

(১৩৫) পংগু হয়ে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ সময়ের সুবিধাঃ–

মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতা বা পংগুত্বের কারণে কোন শিক্ষক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাঁকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

– ক্রমশঃ